কুকুরের দৈববাণী

জি. কে. চেস্টার্টন

BanglaBook.org

কুকুরের দৈববাণী

□ The Oracle of the Dog □

জি. কে. চেস্টার্টন

"হ্যাঁ," ফাদার ব্রাউন বলল, "সব সময়ই আমি কুকুরকে ভালবাসি, অবশ্য যতক্ষণ তার বানানটা উল্টো করে না লেখা হয় (অর্থাৎ dog-কে god না লেখা হয়)।"

যারা দ্রুত কথা বলতে পারে সব সময়ই তারা যে দ্রুততার অর্থটা বুঝতে পারে তা নয়। অনেক সময় তাদের বুদ্ধির উচ্ছলতা চূড়ান্ত নির্বোধের পর্যায়ে নেমে আসে। ফাদার ব্রাউনের সঙ্গী বন্ধুটি বহু বিষয়ে পণ্ডিত, বয়সে যুবক, নাম ফিয়েনেস ; দুটি নীল চোখ, সোনালী চুল, পিছনে ওল্টানো, শুধু যে বুরুশ দিয়ে ওল্টানো তাই নয়, যে ঝড়ো হাওয়ার জগতে সে ছুটে বেড়ায় তারই দাপট লেগেছে তার চুলে। কিন্তু নিজের কথার স্রোতের মধ্যেই সে হঠাৎ বিহ্বল চিত্তে থমকে চুপ করে গেল ; পুরোহিত প্রবরের কথার সাদা সরল অর্থটা বুঝতে তার বিলম্ব ঘটল।

সে বলল, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে মানুষ কুকুরদের পিছনে বড় বেশি লাগে ? দেখুন, সেটা আমি ঠিক জানি না। কুকুরতো চমৎকার জীব। আমি তো মনে করি, তারা অনেক সময় আমাদের চাইতেও অনেক বেশি জানে।"

ফাদার ব্রাউন কিছু বলল না ; অন্যমনস্কভাবে কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মত করেই নিজের শিকারী কুকুরটার মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

ফিয়েনেস নিজের কথাই বলে চলল, "এই তো, যে মামলাটার কথা আপনাকে বলতে এসেছি তার সঙ্গেও তো একটা কুকুর জড়িত ; আপনি তো লোকে যাকে 'অদৃশ্য হত্যাকাণ্ডের মামলা' বলে তার কথা জানেন। একটা আশ্চর্য গল্প, কিন্তু আমার বিচারে তার মধ্যে কুকুরটাই আশ্চর্যতম। অবশ্য হত্যা-কাণ্ডটাও রহস্যময় ; গ্রীষ্মাবাসটিতে বৃদ্ধ ডুন্স যখন একাই ছিলেন তখন অন্য কেউ এসে তাকে কি করে খুন করতে পারে—"

কুকুরের মাথায় হাত বুলানোটা মুহূর্তের জন্য বন্ধ রেখে ফাদার ব্রাউন শান্ত গলায় বলল, "ওঃ, তাহলে ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা গ্রীষ্মাবাসে, কি বল ?"

ফিয়েনেস বলল, "আমি তো ভেবেছি আপনি খবরের কাগজে সব কিছুই পড়েছেন। এক মিনিট দাঁড়ান ; আমার বিশ্বাস খবরের কাগজের একটা কাটিং আমার কাছেই আছে ; সেটা পড়লেই সব খুঁটিনাটি জানতে পারবেন।" পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা ফালি বের করে সে পুরোহিতের হাতে দিল ; সেও একহাতে ফালিটাকে নিজের পিট-পিট করা চোখের সামনে ধরে পড়তে লাগল, আর

www.BanglaBook.org

অন্য হাতে আনমনে কুকুরটাকে যথারীতি আদর করতে লাগল। দেখে নীতিকথার সেই লোকটির কথাই মনে পড়ে যার ডান হাতটি জানে না বা হাতটি কি করছে।

"অনেক রহস্য গল্পই—যাতে দরজা-জানালায় তালাবন্ধ অবস্থায় মানুষ খুন হয় এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের কোন পথ না থাকলেও খুনীরা বেমালুম সরে পড়ে—অসাধারণ ঘটনা-পরম্পরায় বাস্তবে সত্য হয়ে ঘটেছে ইয়র্কশায়ারের উপকূলবর্তী ক্ল্যান্সটনে—সেখানে পিছন দিক থেকে ছুরিকাহত হয়েছেন কর্ণেল ডুদ্স, আর ছুরিকাটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘটনাস্থল থেকে তো বটেই, সম্ভবত আশপাশের সমগ্র অঞ্চলটা থেকেও।

"যে গ্রীষ্মাবাসটিতে তিনি মারা গেছেন তাতে ঢুকবার দরজাটি বাড়িটার দিকে যাবার বাগানের পথের উপরেই অবস্থিত। কিন্তু ঘটনাচক্রে একই সঙ্গে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে দেখা যায় যে ঠিক সংকট-সময়ে পথ এবং দরজা দুটোর উপরেই কারও না কারও নজর ছিল এবং বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যই পরস্পরকে সমর্থন করছে। গ্রীষ্মাবাসটি বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত, আর সেখানে প্রবেশ বা প্রস্থানের কোন বালাই নেই। বাগানের পথটার দুই ধারে লম্বা ডেল্‌ফিনিয়াম গাছের সারি এতই ঘনবদ্ধভাবে লাগানো যে পথটার বাইরে কেউ পা ফেললে তার চিহ্ন আঁকা পড়বেই, আর যেহেতু পথ এবং গাছের সারি গ্রীষ্মাবাসের একেবারে মুখ পর্যন্ত চলে গেছে, তাই সেই সোজা পথ থেকে কেউ সরে গেলে নজরে পড়বেই, আর সেখানে ঢোকার অন্য কোন পথের কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

নিহত ব্যক্তির সচিব প্যাট্রিক ফ্লয়েড তার সাক্ষ্যে বলেছে যে দরজার কাছে কর্ণেল ডুদ্সকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখার সময় থেকে তাকে মৃত অবস্থায় দেখার সময় পর্যন্ত সারা সময়টা সে এমন একটা জায়গায় ছিল যেখান থেকে পুরো বাগানটাই তার দৃষ্টিগোচর ছিল, কারণ ফ্লয়েড তখন বাগানের বেড়াটা ছাটার জন্য মইটার একেবারে উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিল। মৃত ব্যক্তির মেয়ে জেনেট ডুদ্সও তার সাক্ষ্যে বলেছে যে সেই সময়টাতে সে বাড়ির ছাদে বসেছিল এবং ফ্লয়েডকে কাজ করতে দেখেছে। তার ভাই ডোনাল্ড ডুদ্সও কিছু সময়ের জন্য ঐ একই বক্তব্যকে সমর্থন করেছে, কারণ বেশ দেরিতে ঘুম থেকে উঠে ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থাতেই শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকেই তাকিয়েছিল। ডাঃ ভ্যালেন্টাইন নামক এক প্রতিবেশী যিনি কিছু সময়ের জন্য বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন মিস ডুদ্সের সঙ্গে কথা বলতে এবং কর্ণেলের সলিসিটর মিঃ অব্রে ট্রেইল যিনি নিহত ব্যক্তিটিকে সর্বশেষ জীবিত দেখেছিলেন, তাদের দুজনের সাক্ষ্যেও এই একই বিবরণ পাওয়া গেছে।

"সকলেই একমত যে ঘটনাগুলো এইভাবে ঘটেছিল : বিকেল তিনটে নাগাদ মিস ডুদ্স বাগানের পথে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কখন চা খাবেন ; কিন্তু তিনি বলেন যে চা খাবেন না, তার উকিল ট্রেইল গ্রীষ্মাবাসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এরকম কথা আছে, তিনি তার জন্যই অপেক্ষা করছেন। তখন মেয়েটি চলে আসে এবং পথে ট্রেইলের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে বাবার কাছে যাবার পথটা দেখিয়ে দেয় আর উকিলও সেইমত চলে যায়। প্রায় আধা ঘণ্টা পরে উকিল বেরিয়ে আসে আর

www.BanglaBook.org

কর্নেলও দরজা পর্যন্ত তার সঙ্গেই আসেন ; তখন তিনি সুস্থ ও সবল। ছেলের দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ফিরে এসেছিলেন এবং তার যে দুটি ভাই-পো সারাদিনের মত গ্রীষ্মাবাসে এসেছিল তাদের এবং অন্য অতিথিদের বেশ খোশ মেজাজেই অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়-কালে তারা সকলেই বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছিল বলে তারা কোন সাক্ষ্য দেয় নি। লোকে অবশ্য বলে যে ডাঃ ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে কর্ণেলের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু সে ভদ্রলোকটি বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য দেখা করতে এসেছিল ; মনে হয়, মেয়েটির প্রতি তার মনোযোগটা একটু বেশি মাত্রায়ই পড়েছিল।

"সলিসিটর ট্রেইল বলেছে, সে যখন গ্রীষ্মাবাস থেকে বেরিয়ে আসে তখন কর্ণেল সেখানে সম্পূর্ণ একা ছিলেন ; ফ্লয়েডের বাগান দর্শনের বিবরণও ঐ বক্তব্যকেই সমর্থন করে ; তাতে বোঝা যাচ্ছে যে অন্য কেউ একমাত্র দরজাটি দিয়ে বাড়িতে ঢোকে নি। দশ মিনিট পরে মিস্ ডুস আবার যখন বাগানের পথ ধরে হাঁটতে থাকে তখন পথটা শেষ হবার আগেই সে দেখতে পায় সাদা সুতীর কোট পরিহিত তার বাবা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে চীৎকার করে ওঠে, আর তা শুনে অন্য সকলে সেখানে ছুটে যায় আর দেখে কর্ণেল মৃত অবস্থায় তার চেয়ারের পাশে পড়ে আছেন, আর চেয়ারটাও উল্টে পড়ে আছে। ডাঃ ভ্যালেণ্টাইন তখনও কাছাকাছি কোথাও ছিল ; তার সাক্ষ্যে বলা হয়েছে, কর্ণেলকে আঘাত করা হয়েছে কোনো লম্বা ফলাওয়ালা ধারালো ছুরি দিয়ে, আর ফলাটা কাঁধের উপর দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ডটাকে বিদীর্ণ করেছে। পুলিশ আশপাশের সর্বত্র ছুরিটার খোঁজ করেছে, কিন্তু কোথাও তার চিহ্নও দেখতে পায় নি।"

"তাহলে কর্ণেল ডুস একটা সাদা কোট পরতেন, তাই তো ?" হাতের কাগজটা রেখে ফাদার ব্রাউন বলল।

ফিয়েনেস সবিস্ময়ে উত্তর দিল, "গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তিনি অনেক রকম খেলা শিখেছিলেন। নিজেই স্বীকার করেছেন, সেখানে তিনি কিছু অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাও করেছেন, আমার ধারণা, ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ডাক্তারের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে আসার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত। কিন্তু সেটাই তো এক নারকীয় রহস্য। দুর্ঘটনাটা আমি চাক্ষুস দেখি নি ; দুই ভাই-পো এবং কুকুরটাকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—এই কুকুরটার কথাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম, নিম্ন-বর্ণীত মত রঙ্গমঞ্চ একেবারে প্রস্তুত ঃ নীল ফুলের ঝাড় থেকে অন্ধকার দরজা পর্যন্ত সোজা গলিটা, কালো কোট ও রেশমি টুপি পরিহিত উকিলবাবু সেই গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর সবুজ বেড়ার উপরে কাঁচি নিয়ে কর্মব্যস্ত সচিবের লাল মাথাটা দেখা যাচ্ছে। যে কোন দূরত্ব থেকে সেই লাল মাথা দেখে কেউ ভুল করবে না ; আর কেউ যদি বলে যে সেই লাল মাথাটাকে তারা সারাক্ষণই দেখেছে তাহলে আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে সে কথাটাও সত্যি। এই লাল-মাথা সচিব ফ্লয়েড একটি বিশেষ চরিত্র ; সর্বদাই রুদ্ধশ্বাস, কর্মব্যস্ত মানুষটি সকলের কাজই করে দিচ্ছে, যেমন সেই

www.BanglaBook.org

সময় সে মালির কাজটাই করে দিচ্ছিল। আমার ধারণা একজন আমেরিকান; তার জীবনের দৃষ্টি-কোণটাই আমেরিকান।"

"আর উকিল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?" ফাদার ব্রাউন শুধাল।

একটু চুপ করে থেকে ফিয়েনেস বেশ ধীরে ধীরে বলতে লাগল: "ট্রেইল একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সুন্দর কালো পোশাকে একেবারে ফুলবাবুটি, কিন্তু কোনমতেই তাকে ফ্যাসনদুরস্ত বলা যাবে না। কারণ তার মুখে শোভা পাচ্ছে একজোড়া লম্বা, ঘন, গোঁফ যেটা ভিক্টোরিয়ার যুগের পরে বড় একটা দেখা যায় না। তার মুখটা গম্ভীর, চাল-চলনও গম্ভীর, কিন্তু মাঝে মাঝেই তার হয়তো মনে পড়ে যায় যে একটু হাসা দরকার। আর যখনই তার সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে, তখনই যেন তার গাম্ভীর্যে একটু ভাটা পড়ে, আর অস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ঈষৎ চাটুকারিতার ভাব। সেটা হয় তো বিব্রত বোধ করার জন্যও হতে পারে, কারণ সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলাবন্ধ ও টাই-পিন নিয়েও সে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যদিও সেই দুটো বস্তুও তার মতই সুন্দর ও অসাধারণ। যদি কারও কথা ভাবতেই হয়—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যখন অসম্ভব তখন আর ভেবে কি হবে? কাজটা কে করেছে তা কেউ জানে না। কি ভাবে করেছে তাও কেউ জানে না। কিন্তু অন্তত একটা ব্যতিক্রমের কথা আমি বলতে চাই, আর আসলে সেইজন্য এত কথা বললাম। কুকুরটা সব জানে।"

ফাদার ব্রাউন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলল: "তুমি তো যুবক ডোনাল্ডের বন্ধু হিসাবেই সেখানে গিয়েছিলে, তাই না? সে তো তোমার সঙ্গে বেড়াতে যায় নি?"

ফিয়েনেস হেসে জবাব দিল, "না। সে ক্ষুদে শয়তান তো সেদিন সকালে ঘুমিয়ে উঠেছিল সেই বিকেলে। আমি গিয়েছিলাম তার সম্পর্কিত ভাইদের সঙ্গে; তারা দুজনই ইণ্ডিয়া থেকে আগত অফিসার, আর আমাদের কথাবার্তাও হয়েছিল আজেবাজে বিষয় নিয়ে। তাদের মধ্যে বড়টির নাম বোধ হয় হার্বার্ট ডুসস, ঘোড়ার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ আর কথাও বলল একটা ঘোড়া কেনার ব্যাপারে; আর তার ভাই হ্যারিকে দেখলাম মণ্টি কার্লোতে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য খুবই মন-মরা। এ কথাগুলো আপনাকে বললাম কেবল এইটুকুই জানতে যে আমাদের ভ্রমণ-কালে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি। আমাদের দলে একমাত্র কুকুরটাই ছিল রহস্যময়।"

"কুকুরটা কোন্ জাতের?" পুরোহিত প্রশ্ন করল।

ফিয়েনেস জবাব দিল, "ঐ একই জাতের। আপনি যেহেতু বললেন যে কুকুরকে বিশ্বাস করায় আপনি বিশ্বাসী নন, তাই তো আপনাকে গল্পটা শোনালাম। একটা কালো শিকারী কুকুর, নাম নক্স; নামটাও অর্থপূর্ণ; কারণ আমি মনে করি সে যা করল সেটা খুনটার চাইতেও রহস্যময়। আপনি জানেন, ডুসদের বাড়ি ও বাগান সমুদ্রের ধারে অবস্থিত; আমরা বালির উপর দিয়ে মাইল-খানেক হেঁটে ফিরবার সময় অন্যপথ ধরলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটা অদ্ভুত পাথর চোখে পড়ল; সেটার নাম 'সৌভাগ্য পাহাড়'; আশপাশের সকলেই পাথরটাকে চেনে, কারণ একটা পাথর অন্য একটা পাথরের উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন একটু ছুঁলেই সেটা গড়িয়ে পড়বে। পাথরটা আসলে

www.BanglaBook.org

খুব উঁচু নয়, কিন্তু অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে, আর ঝুলন্ত রেখা-চিত্রটির জন্যই কিছুটা বিভ্রান্তকারী ও অশুভ বলে মনে হয়; অন্তত পাথরটাকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল, যদিও সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা আমার আমোদপ্রিয় তরুণ সঙ্গীদের মনে কোন দাগ কেটেছিল বলে মনে হয় নি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমি একটা থমথমে ভাব অনুভব করতে শুরু করেছিলাম; কারণ ঠিক সেই সময়ই একটা প্রশ্ন উঠল চায়ের জন্য আমাদের তখনই ফিরে যাওয়া উচিত কি না। হার্বার্ট ডুস বা আমার কাছে ঘড়ি ছিল না, কাজেই আমরা গলা ছেড়ে তার ভাইকে ডাকলাম; সে আমাদের চাইতেও কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল, বেড়াটার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার পাইপটা ধরিয়ে নিচ্ছিল। ফলে সেও চীৎকার করে সময়টা জানিয়ে দিল—চারটে বেজে বিশ মিনিট; গোধূলির আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে ভেসে-আসা তার জোরালো কণ্ঠস্বর শোনাল একটা ভয়ংকর কিছুর ঘোষণার মত। অশুভ লক্ষণের এটাই তো ধারা; ঘড়ির টিক-টিক শব্দগুলোও সেই অপরাহ্নে সত্যি সত্যি বড়ই দুর্লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। ডাঃ ভ্যালেণ্টাইনের কথা অনুসারে বেচারি ডুস সাড়ে চারটে নাগাদ সত্যি মারা গেল।

"যাই হোক, ওরা বলল আরও দশ মিনিট আমরা বাড়ি ফিরব না; বালির উপর দিয়ে আমরা আরও দশ মিনিট হাঁটলাম; করবার কিছুই ছিল না—কুকুরটার জন্য পাথর ছুঁড়লাম আর সমুদ্রে লাঠি ছুঁড়তে লাগলাম যাতে কুকুরটা সাঁতরে গিয়ে সেগুলি নিয়ে আসে। কিন্তু আমার কাছে গোধূলির অন্ধকার ক্রমেই পীড়াদায়ক মনে হতে লাগল, আর মাথা-ভারী 'সৌভাগ্য পাহাড়'-এর ছায়াটাও যেন আমার উপর বোঝার মত চেপে বসল। নক্স সবে হারবার্টের বেড়াবার লাঠিটা সমুদ্র থেকে তুলে এনেছে এমন সময় তার ভাইও লাঠিটা ছুঁড়ে দিল। কুকুরটাও আবার সাঁতার দিল, কিন্তু ঠিক যখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজবার কথা তখনই সে সাঁতার বন্ধ করে তীরে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। তারপরই কুকুরটা হঠাৎ মাথা তুলে ঘেউ-ঘেউ করে আর্তস্বরে ডেকে উঠল; সে রকম আর্তস্বর আমি কখনও শুনি নি।"

"কুকুরটার হল কি?" হারবার্ট প্রশ্ন করল; আমরা কেউ জবাব দিতে পারলাম না। নির্জন সমুদ্রতীরে কুকুরটার আর্তস্বর ও সাই-সাই শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সব চুপচাপ; তারপরই সে নৈঃশব্দ ভঙ্গ হল। ভেঙ্গে দিল একটা দূরাগত অস্পষ্ট আর্তনাদ, নারীকণ্ঠের আর্তনাদের মত সেই স্বর ভেসে এল বেড়াটার ওপার থেকে। সেটা যে কি তখন বুঝতে পারি নি; বুঝলাম অনেক পরে। বাবার মৃতদেহটা প্রথম দেখতে পেয়েই মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

ফাদার ব্রাউন ধৈর্যের সঙ্গে বলল, "তোমরা অবশ্যই ফিরে গেলে। তারপর কি হল?"

বেশ জোর দিয়ে ফিয়েনেস বলল, "তারপর কি হল সেটাই তো আপনাকে বলব। ফিরে এসে বাগানে ঢুকতেই আমরা প্রথমে দেখতে পেলাম উকিল ট্রেইলকে; আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—দূরে 'সৌভাগ্য পাহাড়'-এর বিচিত্র রূপ-রেখা, আকাশে সূর্যাস্তের আভা, গ্রীষ্মাবাস পর্যন্ত বিস্তৃত নীল ফুলের সারির পশ্চাৎপটে কালো টুপি ও কালো গোঁফওয়ালা ট্রেইলারের স্পষ্ট মূর্তি। সূর্যাস্তের

www.BanglaBook.org

ছায়ায় ঢাকা পড়েছে তার মুখ ও দেহ ; কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, তার মুখে দেখেছি সাদা দাঁতের পাটি ; সে হাসছিল।

"সেই লোকটিকে দেখামাত্রই কুকুরটা সামনে ছুটে গিয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে পাগলের মত খুনীর মত ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করল ; মনে হল সে যেন অভিশাপের পর অভিশাপ দিচ্ছে, আর তাতে মুখর হয়ে উঠেছে স্পষ্ট বিদ্বেষের ভাষা। লোকটি ডিগবাজী খেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ফুলের কেয়ারির মাঝখানের পথ ধরে।"

ফাদার ব্রাউন হঠাৎ অধৈর্য হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, "তাহলে কুকুরটা তাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করেছে, তাই তো ? কুকুরের দৈববাণী তার দণ্ডবিধান করেছে। তুমি কি দেখেছিলে কোন্ পাখিরা আকাশে উড়ছিল ? তুমি কি ঠিক জান পাখিরা কোন্ দিকে ছিল—ডাইনে না বাঁয়ে ? দৈবজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছ কি—কোন্ বলি দিতে হবে ? কুকুরটাকে কেটে তার নাড়ি-ভুঁড়ি পরীক্ষা করাটা নিশ্চয় বাদ দাও নি। একটা মানুষের জীবন ও সম্মান যখন নষ্ট করতে চাও তোমাদের মত পুতুলপূজারী মানসিকতাবাদীরা তো তখন সেই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই বিশ্বাস কর।"

হা করে এক মুহূর্ত বসে থেকে ফিয়েনেস নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেকি, ব্যাপারটা কি ? আমি আবার কি করলাম ?"

পুরোহিতের চোখে এক ধরনের উদ্বেগ ফুটে উঠল—কোন মানুষ যখন অন্ধকার একটা থামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে ভাবে তার লেগেছে কি না ঠিক সেই রকম উদ্বেগ।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে সে বলল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত ; তোমার প্রতি এতটা রূঢ় ব্যবহার করেছি বলে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ; দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর।"

ফিয়েনেস অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "অনেক সময়ই আমার মনে হয় যে কোন রহস্যের চাইতে আপনি নিজে অধিক রহস্যময়। কিন্তু সে কথা থাক, কুকুরটার রহস্য যদি আপনি না বিশ্বাস না করেন, অন্তত মানুষটার রহস্যকে তো আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনি তো অস্বীকার করতে পারেন না যে-মুহূর্তে জন্তুটা সাগর তীর থেকে ফিরে এসেই ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল ঠিক তখনই তার প্রভুর আত্মা দেহটা থেকে বিতাড়িত হয়েছে এমন কোন অদৃশ্য শক্তির আঘাতে কোন মানুষই যার হদিস করতে পারে না, এমন কি কল্পনাও করতে পারে না। আর উকিলের বেলায় আমি তো কেবল কুকুরটার দ্বারাই চালিত হচ্ছি না, আরও কিছু আশ্চর্য তথ্যও আমার হাতে আছে। সে তো একজন সরল, হাস্যময় লোক বলেই আমার ধারণা ; আর তার একটা কৌশল কিন্তু আমার কাছে একটা সূত্র বলেই মনে হয়েছে। আপনি জানেন, ডাক্তার ও পুলিশ খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছিল ; বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পথেই তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল আর সেও সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করেছিল। বাড়িটা একটেরে, লোকসংখ্যা অল্প, চারদিকে ঘেরা ; ফলে কাছাকাছি যারা ছিল তাদের সকলকেই তল্লাসি করাটা ছিল খুবই সম্ভবপর এবং সকলকে ভাল করে তল্লাসি করাও হয়েছিল—একটা অস্ত্রের খোঁজে। একটা অস্ত্রের জন্য গোটা বাড়ি, বাগান ও

www.BanglaBook.org

সমস্ত্রতীর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। মানুষটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং ছোরাটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—দুই-ই মানুষকে পাগলো করে দেবার পক্ষে সমান রহস্যময়।"

ফাদার ব্রাউন চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ছোরাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। মনে হল হঠাৎ সে মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

ফিয়েনেস আবার বলতে লাগল, "আচ্ছা, আপনাকে আগেই বলেছি, ঐ ট্রেইল লোকটার একটা অভ্যাস আছে সে তার টাই ও টাই-পিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে—বিশেষ করে টাই-পিনটা নিয়ে। তার চেহারার মতই তার পিনটাও একাধারে জমকালো এবং সেকেলে। পিনটাতে এমন একটা পাথর বসানো আছে যার এক-কেন্দ্রিক নানা বর্ণের বলয়গুলিকে দেখায় একটা চোখের মত; আর সেই পাথরটার দিকে সে এমন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যে আমিই সেটা সহ্য করতে পারি না; মনে হয় সে যেন সেই একচক্ষু সাইক্লপস: যার চোখটা বসানো শরীরের মাঝখানে। কিন্তু পিনটা শুধু যে বড় তাই নয়, লম্বাও; আমার মনে হয়েছে পিনটাকে কোথায়, কিভাবে রাখবে সে সম্পর্কে তার উদ্বেগের আসল কারণ পিনটাকে যতটা লম্বা দেখায় আসলে সেটা তার চাইতে বেশি লম্বা; বাস্তবিক পক্ষে, একটা লম্বা ফলার ছোরার মতই লম্বা।"

ফাদার ব্রাউন চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "অন্য কোন অস্ত্রের কথা কি কখনও মনে হয়েছে?"

ফিয়েনেস জবাব দিল, "দুই তরুণ ড্রুসের একজন, মানে দুই সম্পর্কিত ভাইদের একজন আরও একটা ইঙ্গিত করেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে হারবার্ট অথবা হ্যারি ড্রুস কোন রকম সাহায্য করতে পারবে বলে প্রথমে আমার কোন ভরসাই হয় নি। কিন্তু ছোট ভাই হ্যারি ভারতীয় পুলিশে কাজ করেছে, তাই এ ব্যাপারে তার কিছু জানাশোনা আছে। আসলে সে কিন্তু একজন কর্মহীন গোয়েন্দা এবং বেশ মন-প্রাণ দিয়েই এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিল। অস্ত্রের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনাও হয়েছে, আর তার ফলেই একটা নতুন আলো দেখতে পেয়েছি। আমি যখন তাকে ট্রেইলকে দেখে কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ করার কথা বললাম তখন সে আমার কথার প্রতিবাদ করে বলল যে রেগে গেলে কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডাকে না, বরং গর্জন করে।"

"সে ঠিকই বলছে," পুরোহিত মন্তব্য করল।

"যুবকটি আরও বলল যে এর আগে নক্সকে অন্য লোককে দেখে গর্জন করতে সে শুনেছে, আর তাদের অন্যতম একজন হচ্ছে সচিব ফ্লয়েড। আমি পাল্টা জবাবে তাকে বললাম যে এসব ব্যাপারে ফ্লয়েডের জড়িত থাকার কোন কথাই উঠতে পারে না; একটা স্কুলের হাবা-গোবা ছেলের মতই সে একেবারে নির্দোষ মানুষ; তাছাড়া সকলেই তো তাকে সারাক্ষণ বাগানের বেড়া ছাঁটার কাজ করতেই দেখেছে। তাতে আমার তরুণ সহকর্মীটি বলল, "আমি জানি আমার বক্তব্যের মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর থাকতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনি এক মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে বাগানে চলুন। আমি

www.BanglaBook.org

আপনাকে এমন কিছু দেখাতে পারব যা অন্য কেউ দেখেছে বলে আমার মনে হয় না।" এটা মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হবার দিনেরই ঘটনা, আর বাগানের অবস্থাটা ঠিক আগের মতই ছিল: মইটা দাঁড় করানো ছিল বেড়ার পাশে এবং বেড়ার ঠিক নিচ থেকেই আমার সঙ্গীটি ঝুঁকে পড়ে ঘন ঘাসের ভিতর থেকে একটা জিনিস তুলে নিল—বেড়া ছাঁটার জন্য ব্যবহৃত একটা কাঁচি, আর তার একটা ফলার মাথা রক্তে মাখানো।

কিছুক্ষণ সব নিশ্চুপ; হঠাৎ ফাদার ব্রাউন বলল, "উকিল সেখানে এসেছিল কেন?"

ফিয়েনেস জবাব দিল, "উইলটা পরিবর্তন করার জন্য কর্ণেল তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভাল কথা, উইলের ব্যাপারে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা উচিত। কি জানেন, সেদিন বিকেলে গ্রীষ্মাবাসে বসে উইলে স্বাক্ষর করা হয় নি।"

"সেটা আমারও ধারণা," ফাদার ব্রাউন বলল, "দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতির দরকার ছিল।"

"আসলে উকিল আগের দিনও এসেছিল এবং উইলে তখনই স্বাক্ষর করা হয়েছিল; কিন্তু পরদিন তাকে আবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল কারণ একজন স্বাক্ষীর ব্যাপারে বৃদ্ধের মনে সন্দেহ জেগেছিল আর সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।"

"কে কে সাক্ষী ছিল?" ফাদার ব্রাউন প্রশ্ন করল।

"সেটাই তো আমার কথা," সংবাদদাতাটি সাগ্রহে জবাব দিল, "দুই সাক্ষী ছিল সচিব ফ্লয়েড এবং এই বিদেশী সার্জন ডাঃ ভ্যালেণ্টাইন; আর দু'জনের মধ্যে ছিল ঝগড়া। এখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সচিব হল সর্বকর্মে বৃহস্পতি এক অকর্মের ঢেঁকি; এ ধরনের লাল মাথা ও মাথা-গরম মানুষ সাধারণত হয় সর্বজনের বিশ্বাসী হয় অথবা সর্বজনের অবিশ্বাসী হয়; কখনও বা দুটোই হয়। সে যে সব কিছুই জানে তাই শুধু নয়, সে সকলের কাছেই সকলের বিরুদ্ধে লাগায়। ভ্যালেণ্টাইনের ব্যাপারেও তার মনে কিছু সন্দেহ ছিল; কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এর পিছনে হয়তো আরও কিছু ছিল। সে বলে দিল যে ভ্যালেণ্টাইনের নাম সত্যি সত্যি ভ্যালেণ্টাইন নয়। সে আরও বলে দিল যে সে তাকে অন্যত্র দ ভিলো নামে পরিচয় দিতে দেখেছে। সে বলল যে এর ফলে উইলটা অসিদ্ধ হয়ে যাবে; ফলে উকিল ও সে দু'জনই ভয় পেল।"

ফাদার ব্রাউন হেসে উঠল। বলল, "উইলের সাক্ষী হবার সময়, মানুষ প্রায়শই ভয় পেয়ে থাকে, তার একটা কারণ হয়তো এই যে সেই উইল থেকে তাদের কোন অর্থপ্রাপ্তির আশা থাকে না। কিন্তু ডাঃ ভ্যালেণ্টাইন কি বলতে চান? সন্দেহ নেই যে এই সর্বজনীন সচিবটি স্বয়ং ডাক্তারের চাইতেও তার নামের খোঁজ-খবর বেশি রাখেন। এমন কি ডাক্তারও হয় তো নিজের নাম সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন।"

ফিয়েনেস উত্তর দেবার আগে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল।

"ডাঃ ভ্যালেণ্টাইন একটি বিচিত্র মানুষ। তার চেহারাটা চোখে পড়ার মত, কিন্তু খুবই বিদেশী-মার্কা। লোকটি যুবক, কিন্তু 'স্কোয়ার কাট' দাড়ি রাখে; তার মুখটা বিবর্ণ, ভয়ংকর রকমের বিবর্ণ

www.BanglaBook.org

ও ভয়ংকর রকমের গম্ভীর। চোখ দুটোতে কিছু গোলমাল আছে, হয় তার চশমা পরা দরকার অথবা অত্যধিক চিন্তার ফলে তার মাথা ধরার রোগ আছে ; কিন্তু সে দেখতে বেশ সুদর্শন আর সব সময়ই সেজেগুজে থাকে, মাথায় টপ হ্যাট, গায়ে নকল গোলাপ-বসানো কালো কোট। তার ভাব-ভঙ্গি নির্বিকার ও উদ্ধত, আর এমনভাবে তাকায় যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে। তার বিরুদ্ধে নাম পাল্টানোর অভিযোগ আনা হলে সে শুধু স্ফিনক্সের মত দৃষ্টিতে তাকাল আর একটু হেসে বলল যে তার ধারণা আমেরিকানদের পাল্টাবার মত কোন নামই নেই। আমার মনে হয় তাতেই কর্ণেল খিঁচড়ে গিয়ে তাকে খুব গালমন্দ করেন ; কর্ণেলের রাগের আরও কারণ তার পরিবারে ভবিষ্যতে একটা জায়গা করে নিতে ডাক্তার খুবই উৎসাহী। অবশ্য সে সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না যদি দুর্ঘটনার ঠিক আগেই কয়েকটা কথা আমার কানে না আসত। আমার দুই সঙ্গী ও কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যখন সদর ফটকের দিকে এগোচ্ছিলাম তখনই আমার কানে এল ডাঃ ভ্যালেন্টাইন ও মিস্ ডুস ফুলন্ত গাছের সারির এক কোণে বাড়িটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে গভীর আবেগে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলছে ; কথাগুলি শোনাল অনেকটা প্রণয়ী যুগলের ঝগড়া ও অভিসারের মত। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত কেউই একই কথা বার বার বলে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কাউকে খুন করার বিষয়ে একটা কথা তারা বার বার বলছিল। বস্তুত, মেয়েটি তাকে অনুনয়-বিনয় করছিল কাউকে খুন না করতে, অথবা বলছিল কোন উত্তেজনাই একটা মানুষকে খুন করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না ; যে মানুষটি চা খেতে এ-বাড়িতে এসেছে তার সঙ্গে এ ধরনের কথা বলাটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।"

পুরোহিত জানতে চাইল, "উইলের সাক্ষী হবার ব্যাপারে সচিব ও কর্ণেলের মধ্যে সাক্ষাতের পরেই ডাঃ ভ্যালেন্টাইন এত বেশী রেগে গিয়েছিল কি না তা কি তুমি জান ?"

ফিয়েনেস উত্তর দিল, 'নিশ্চয়, সচিব যতটা রেগে গিয়েছিল কর্ণেলের রাগ তার অর্ধেকও ছিল না। উইলের সাক্ষী হবার পরে সে তো রাগে গজর-গজর করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"এবার বল, উইলের ব্যাপারটা কি ?" ফাদার ব্রাউন বলল।

"কর্ণেল খুবই ধনী মানুষ, আর তার উইলটাও তাই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অবস্থায় উইলের কোন রকম পরিবর্তন করার কথা ট্রেইল আমাদের বলেও নি, কিন্তু আমি শুনেছি, আজ সকালেই শুনেছি, যে অধিকাংশ টাকা-পয়সাই ছেলের পরিবর্তে মেয়েকে দেওয়া হয়েছিল। আপনাকে আগেই বলেছি, অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থেকে উচ্ছৃংখল জীবন যাপনের জন্য ডুস আমার বন্ধু ডোনাল্ডের উপর ভীষণ চটেছিলেন।"

ফাদার ব্রাউন বিস্মিতভাবে বলল, "পদ্ধতির প্রশ্নটাই অভিপ্রায়ের প্রশ্নকে ঢেকে দিয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে ঠিক সেই মুহূর্তে মৃত্যুর ফলে সব চাইতে লাভবান ছিল মিস্ ডুস।"

তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ফিয়েনেস চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হা ভগবান ! ঠাণ্ডা মাথায় এ কী কথার ছিরি ! আপনি নিশ্চয়ই এমন ইঙ্গিত করতে চাইছেন না যে সে—"

www.BanglaBook.org

"সে ডাঃ ভ্যালেণ্টাইনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এই তো ?" পুরোহিত বলল।

তার বন্ধুটি জবাব দিল, "কিছু লোক এ বিয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্থানীয় লোকজন তাকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে, আর সেও একজন নিবেদিত-প্রাণ সার্জন।"

ফাদার ব্রাউন বলল, "হ্যাঁ, এই নিবেদিত-প্রাণ যে একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে চা খেতে যাবার সময়ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ সে নিশ্চয়ই দুই-ফলা ছুরি বা ওইরকম কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে, আর সেটা আনার জন্য বাড়িতেও যায় নি বলেই মনে হয়।"

ফিয়েনেস লাফ দিয়ে উঠে গভীর উত্তেজনায় তার দিকে তাকাল। "আপনি বলতে চাইছেন যে সে ছুরিটাই সে কাজে লাগিয়েছিল—"

ফাদার ব্রাউন মাথা নাড়ল। বলল, "এই মুহূর্তে সব ইঙ্গিতই কল্পনামাত্র। কাজটা কে করেছে বা কি দিয়ে করেছে সেটা তো সমস্যা নয়, সমস্যা হল কাজটা কিভাবে করা হয়েছে। আমরা তো অনেক মানুষ, এমন কি অনেক যন্ত্রপাতি—পিন, গাছ-ছাঁটা কাঁচি এবং দুই-ফলা ছুরিও দেখেছি। কিন্তু লোকটা ঘরের ভিতর ঢুকল কেমন করে ? একটা পিনই বা সেখানে ঢুকল কেমন করে ?"

কথাগুলি বলার সময় পুরোহিত চিন্তিত মুখে সিলিংয়ের দিকেই তাকিয়েছিল, কিন্তু শেষ কথা-গুলি বলার সময় তার দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেল। যেন হঠাৎ সিলিংয়ের গায়ে সে একটা অদ্ভুত মাছিকে দেখতে পেয়েছে।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনি কি করতে চান ?" যুবকটি প্রশ্ন করল। "আপনি তো একজন অভিজ্ঞ লোক, আপনি এমন কি পরামর্শ দেবেন ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাদার ব্রাউন বলল, "আমার তো ভয় আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। আমি ঘটনাস্থলেও যাই নি, লোকগুলোকেও দেখি নি, এ অবস্থায় আমি আর কি এমন উপদেশ দিতে পারি। এই মুহূর্তে তুমি তো কেবল স্থানীয় খোঁজ-খবরই নিতে পার। আপাতত ভারতীয় পুলিশ থেকে আগত তোমার সেই বন্ধুটিই তো সেখানকার অনুসন্ধান যা করার তা করছে। আমি একবার গিয়ে তার কাজকর্মটা দেখে আসতে পারি। সৌখিন গোয়েন্দা হিসেবে সে কতটা কি করেছে সেটাই দেখতে চাই। হয়তো এর মধ্যেই কিছু নতুন খবর তার হাতে এসেছে।"

দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অতিথিরা বিদায় নেবার পরে কলমটা হাতে নিয়ে ফাদার ব্রাউন তার অসমাপ্ত কাজ একটা বক্তৃতামালার পরিকল্পনা রচনায় আত্মনিয়োগ করল। বিষয়টা বেশ বড় মাপের আর তাই একাধিকবার তার অদল-বদল করতে হয়েছে। আরও দুটো দিন সেই একই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরে সেই মস্ত বড় কালো কুকুরটা আবার একলাফে তার ঘরে ঢুকে উৎসাহে ও উত্তেজনায় তাকে ঘিরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তার প্রভুটিও পিছন পিছন ঘরে ঢুকল ; কুকুরটির উৎসাহের অংশীদার না হলেও তার উত্তেজনার সেও একজন ভাগীদার। তার উত্তেজনার প্রকাশ কিন্তু ততটা মধুর নয়, কারণ মনে হল তার নীল চোখ দুটি বুঝি মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে আর তার অধীর মুখটা যেন আরও একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

কোনরকম ভূমিকা না করে সে হঠাৎ বলে উঠল, "আপনি আমাকে বলেছিলেন হ্যারি ডুস কি করছে সেটা জানতে। আপনি কি জানেন সে কি করেছে?"

পুরোহিত কোন জবাব দিল না ; যুবকটি কাঁপা গলায় বলল, "সে কি করেছে আমিই আপনাকে বলছি। সে আত্মহত্যা করেছে।"

ফাদার ব্রাউনের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, কিন্তু অস্পষ্টভাবে সে যা বলল তার মধ্যে এই কাহিনীর সঙ্গে অথবা এই জগতের সঙ্গে জড়িত কিছুই ছিল না।

ফিয়েনেস বলল, "আপনি তো মাঝে মাঝেই আমাকে চমকে দেন। আপনি কি এটাও আশা করেছিলেন?"

ফাদার ব্রাউন বলল, "আমি ভেবেছিলাম এটা ঘটতেও পারে ; তাই তো তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে কি করছে সেটা দেখে আসতে। আমি আশা করেছিলাম তুমি যথাসময়েই পেঁছিতে পারবে।"

ফিয়েনেস কিছুটা ভাঙা গলায় বলল, "আমিই তাকে খুঁজে বের করেছি। এ রকম বীভৎস ও অদ্ভুত দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখি নি। আবার সেই পুরনো বাগানের পথ ধরেই এগোতে লাগলাম ; আমি জানতাম খুনটা ছাড়া আরও কিছু নতুন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার সেখানে ঘটেছে। ধূসর রঙের পুরনো গ্রীষ্মাবাসে যাবার অন্ধকার পথটার দুই ধারের নীল ফুলগুলি তখনও দুলছিল ; কিন্তু আমার মনে হল, নীল ফুলগুলি যেন অনেকগুলি নীল শয়তান হয়ে পাতালের এক অন্ধকার গহ্বরের সম্মুখে নাচছে। চারিদিকে তাকালাম ; সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হল। কিন্তু কেন জানি না হঠাৎ আমার একটা অদ্ভুত ধারণা হল যে আকাশের চেহারাটাই বদলে গেছে। তার পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বাগানের বেড়ার পিছনে সমুদ্রের পটভূমিতেই 'সৌভাগ্য পাহাড়'টা সব সময় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই 'সৌভাগ্য পাহাড়টা'ই উধাও হয়ে গেছে।"

ফাদার ব্রাউন মাথাটা তুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

"আমার মনে হল একটা পাহাড় বুঝি হেঁটে হেঁটে প্রকৃতির বুক থেকে চলে গেছে অথবা একটা চাঁদ নেমে এসেছে আকাশ থেকে ; অবশ্য আমিও জানতাম যে একটা ছোঁয়া লাগলেই পাহাড়টা উল্টে পড়ে যেতে পারে। আমাকে যেন কিসে পেয়ে বসল, আইনের পথ ধরে আমি ঝড়ের মত ছুটতে লাগলাম, আমার পায়ের তলার বেড়াটা যেন মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে যেতে লাগল। আসলে বেড়াটা ছিল খুবই পাতলা, কিন্তু সব সময় ভাল করে ছেঁটে রাখার দরুন একটা দেয়ালের কাজ করত। সাগরের তীরে দেখতে পেলাম, আলগা পাথরটা তার বেদীর উপর থেকে ছিটকে পড়ে আছে ; আর বেচারি হ্যারি ডুস ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় তার নিচে পড়ে আছে। একটা হাত দিয়ে পাথরটাকে জড়িয়ে ধরে আছে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে, যেন সেটাকে সে নিজেই নিজের উপরে টেনে নামিয়েছে ; আর তার পাশেই বাদামী বালির উপরে বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে নিজের হাতেই লিখে রেখেছে "সৌভাগ্যের পাহাড় মুখের উপরেই ভেঙে পড়ে।"

ফাদার ব্রাউন মন্তব্য করল, "এটা কর্ণেলের উইলেরই ফল। ডোনাল্ডের প্রতি বীতরাগের ফায়দা

www.BanglaBook.org

তুলতে যুবকটি বড় বেশি ঝুঁকি নিয়েছিল, বিশেষ করে উকিলকে ডেকে আনার একই দিনে তার খুড়ো-মশায় তাকেও লোক পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন এবং অত্যন্ত সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কারণ অন্য সব দিক থেকে সে তখন সর্বস্বান্ত; নিজের পুলিশের চাকরিটি খতম হয়ে গেছে; মণ্টি কার্লোর জুয়া তাকে ভিখারি বানিয়েছে। আর যখন সে বুঝতে পারল যে অকারণেই আপনজনকে খুন করেছে তখন সে নিজেই নিজেকে খতম করে দিল।"

"দাঁড়ান, এক মিনিট থামুন!" ফিয়েনেস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল। "আপনি বড় বেশি তাড়াতাড়ি ছুটছেন; আমি ঠিক তাল রাখতে পারছি না।"

ফাদার ব্রাউন শান্ত গলায় বলতে লাগল, "ভাল কথা, উইলের কথাটা ভুলে যাবার আগে, অথবা অন্য বড় কথায় যাবার আগে, উইলের ব্যাপারে আর একটু বলে নি; আমার মনে হয়, ডাক্তারের নাম নিয়ে যে সব ব্যাপার ঘটেছে তার একটা সরল ব্যাখ্যা আছে। আমার যেন মনে হচ্ছে, ঐ দুটো নামই আমি আগে কোথাও শুনেছি। আসলে ডাক্তারটি একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসী নাগরিক, তার উপাধি মার্কুইস দ ভিলোঁ। কিন্তু আবার একজন কট্টর প্রজাতন্ত্রবাদী; নিজের উপাধি বর্জন করে বিস্মৃত পারিবারিক উপাধিটাকেই আঁকড়ে ধরেছে। কি জান, প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রেই নিজের নাম পাল্টানো একটা মুখামি বিশেষ; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা সূক্ষ্ম উন্মাদনার ফল। এই জন্যই সে ঠাট্টা করে বলেছিল যে আমেরিকানদের কোন নামই নেই—অর্থাৎ উপাধি নেই। এখন ইংলণ্ডে কেউ কখনও মার্কুইস অব হ্যারিংটনকে মিঃ হ্যারিংটন বলে ডাকে না; কিন্তু ফ্রান্সে মার্কুইস দ ভিলোঁ-কে মঁসিয়ে দ ভিলোঁ বলে ডাকা হয়। কাজেই সেটাকে নাম পাল্টানো বলে মনে হতে পারে। আর খুনের কথাবার্তা প্রসঙ্গে আমার ধারণা, ডাক্তার বলছিল ফ্রয়েডের সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে নামার কথা আর মেয়েটি তাকে বিরত করতে চেষ্টা করছিল।

"ওঃ, তাই বুঝি?" ফিয়েনেস ধীরে ধীরে বলল। "এবার আমি বুঝতে পেরেছি মেয়েটি কি বলতে চেয়েছিল।"

"সেটা আবার কি?" ফাদার ব্রাউন হেসে প্রশ্ন করল।

যুবকটি বলতে লাগল, "দেখুন, মৃতদেহটা দেখার ঠিক আগেই ব্যাপারটা ঘটেছিল; কেবল এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটিই ব্যাপারটাকে আমার মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। একটা শোকাবহ ঘটনার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা ছোট প্রেমগাথাকে মনে রাখাও শক্ত। কিন্তু আমি যখন গলি-পথ ধরে কর্ণেলের পুরনো বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম তখনই তার মেয়েটিকে দেখেছিলাম ডাঃ ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। অবশ্য সে শোকের পোশাকই পরেছিল আর ডাক্তার তো সর্বদাই কালো পোশাকই পরে, দেখে মনে হয়েছিল বুঝি কোন শোক-যাত্রায় যাচ্ছে; কিন্তু তাদের দু'জনের মুখে মৃত্যু-শোকের ছাপ পড়েছিল কিনা তা বলতে পারি না। দুটি মানুষকে এত উজ্জ্বল ও আনন্দময় আমি আর কখনও দেখি নি। তারা থেমে আমাকে অভিবাদন করল; মেয়েটি বলল যে তারা বিয়ে করেছে এবং শহরের উপকণ্ঠে একটা ছোট বাড়িতে বাস করছে; সেখানেই ডাক্তার চিকিৎসার কাজ শুরু করবে। কথাটা

www.BanglaBook.org

শুনে আমি অবাক হলাম, কারণ আমি জানতাম যে মেয়েটির বুড়ো বাবা উইল করে তার সব সম্পত্তি মেয়েকেই দান করে গেছেন। তাই ইঙ্গিতে এই কথাটা জানতেই আমি বললাম যে আমি তার বাবার পুরনো বাড়িতেই যাচ্ছি এবং আশা করেছিলাম যে সেখানেই তার মেয়েটিকেও দেখতে পাব। সে কিন্তু হেসে বলল, "ওঃ, সে সব কিন্তু আমরা ছেড়ে এসেছি। আমার স্বামী উত্তরাধিকারিণীকে পছন্দ করে না।" পরে আমি জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে বেচারি ডোনাল্ড যাতে সম্পত্তিটা পায় সেজন্য তারা পীড়াপীড়িও করেছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে ডাক্তারের বিশেষ কিছু আসে-যায় না; সে যুবক মানুষ, আর তার বাবাও খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মিস্ ড্রুস এমন কিছু বলেছিল যেটা আমি তখন ঠিক বুঝতে পারি নি; কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি যে আপনার কথাই ঠিক। কিছুটা উদ্ধত ভঙ্গিতেই সে বলেছিল ঃ

"ওই লাল-মাথা বোকা লোকটা যাতে উইলের ব্যাপার নিয়ে আর কোনরকম গোলমাল না করে আশা করি সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব। সে কি মনে করে যে আমার স্বামী যখন নীতি হিসাবে ব্রুসেডের মত প্রাচীন পারিবারিক শিরস্ত্রাণ ও কিরীট বর্জন করতে পারে, তখন একটা সাধারণ সম্পত্তির লোভে একটা গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে সে একটি বৃদ্ধ মানুষকে খুন করতে পারে? তারপরই সে হেসে বলেছিল, নীতির জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে আমার স্বামী কাউকে খুন করে না। এমন কি সে তো তার বন্ধুদেরও সচিবের সঙ্গে দেখা করতে বলে নি।' এখন অবশ্য তার কথাগুলির অর্থ আমি বুঝতে পারছি।"

ফাদার ব্রাউন বলল, "আমি কিন্তু তার কথার অংশবিশেষমাত্র বুঝতে পারছি। সচিব উইল নিয়ে গোলমাল করছে কথাটার অর্থ কি?"

ফিয়েনেস হেসে জবাব দিল, "সচিবটি যে কি চীজ তা যদি জানতেন ফাদার ব্রাউন। সব কিছু নিয়ে কথা বলাটা তার স্বভাব। একটা কিছু ঘটলে তাকে আর থামানো যায় না। মালী যখন বাগানে কাজ করে তখন সে তার উপর খবরদারি করে, আবার উকিলকে চায় আইনের পরামর্শ দিতে। বলাই বাহুল্য, সার্জনকেও সে অস্ত্রোপচার শেখাতে চায়; আর এক্ষেত্রে সার্জনটি যখন ডাঃ ভ্যালেন্টাইন তখন তার লাল মাথায় নির্ঘাৎ এক ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে ভুল অস্ত্রোপচার চালিয়ে ডাক্তারই অপরাধটা করেছে। যখন পুলিশ এসে হাজির হল তখন তো সে একেবারে গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে যে সেই মুহূর্তে সে হয়ে দাঁড়াল একজন শ্রেষ্ঠ সৌখিন গোয়েন্দা? যে পুলিশ কর্ণেল ড্রুসের মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছিল তার প্রতি কর্ণেল ড্রুসের ব্যক্তিগত সচিবটি যে প্রচণ্ড বুদ্ধির অহংকার ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ততখানি অহংকার ও ঘৃণার চোখে শার্লক হোমসও কোনদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে তাকায় নি। আমি বলছি, তাকে দেখলে আপনিও আনন্দ পাবেন। অবশ্য ইদানীং তার এই ধরনের আচরণের জন্য ড্রুসের মেয়েটি তার প্রতি এতটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল। ফ্লয়েডের মত চরিত্রের বইতেই স্থান পাওয়া উচিত।

"কেন বল তো?" পুরোহিত সকৌতূহলে শুধাল।

www.BanglaBook.org

"সে বলেছিল যে সকলে যখন কর্ণেলকে গ্রীষ্মাবাসে খুঁজে পায় তখনও তিনি জীবিত ছিলেন আর ঐ ডাক্তারই তার গায়ের পোশাক কেটে খুলে ফেলার অছিলা করে অস্ত্র-চিকিৎসার ছুরির সাহায্যে তাকে হত্যা করেছে।"

"তাই বুঝি?" পুরোহিত বলল। "আমার ধারণা দিবানিদ্রার আবেশে তিনি তখন মাটির মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন।"

সংবাদদাতাটি বলতে লাগল, "ভাবতে আশ্চর্য লাগে তখন কি হৈ-চৈ না শুরু হত। আমার বিশ্বাস, ফ্লয়েড তার এই কৃতিত্বের ব্যাপারটাকে সংবাদপত্রে ছাপাবার ব্যবস্থা করে ফেলত, হয়তো ডাক্তারকেও গ্রেপ্তার করাত, আর তখনই 'সৌভাগ্য পাহাড়'-এর নিচে মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত আকাশে ছড়িয়ে পড়ত। আর শেষ পর্যন্ত আমরা তো সেখানেই এসে পৌঁচেছি। আমি তো মনে করি আত্মহত্যাটা প্রায় অপরাধ স্বীকারেরই সমতুল। কিন্তু পুরো কাহিনীটা কেউ কোন দিন জানবে না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ; তারপর পুরোহিত সবিনয়ে বলল, "আমি কিন্তু মনে করি যে পুরো কাহিনীটাই আমি জানি।"

ফিয়েনেস চোখ তুলে তাকাল। উঁচু গলায় বলল, "কিন্তু বলুন তো, পুরো কাহিনীটা আপনি জানলেন কেমন করে, আর সেটাই যে আসল কাহিনী সে বিষয়েই বা নিশ্চিত হলেন কেমন করে? আপনি তো একশ' মাইল দূরে বসে ধর্মের বক্তৃতা লিখছেন; আপনি কি বলতে চান যে যা কিছু ঘটেছে সবই আপনি সত্যি সত্যি জানেন? সত্যি যদি আপনি উপসংহারে পৌঁছে থাকেন তাহলে কোথায় আপনি শুরু করেছিলেন? আর কেই বা আপনাকে প্রথম সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছিল?"

ফাদার ব্রাউন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল; তার প্রথম ঘোষণাই যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল।

সে চেঁচিয়ে বলল, "কুকুরটা! অবশ্যই সেই কুকুরটা! তুমি যদি কুকুরটার উপর যথাযথ নজর রাখতে তাহলে সাগর-সৈকতে কুকুরটার কাণ্ড-কারখানা থেকেই পুরো কাহিনীটা তোমার হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতে।"

ফিয়েনেসের চোখ দুটো এবার আরও বেশি কপালে উঠে গেল, "কিন্তু আপনিই তো আগে বললেন যে কুকুরটা সম্পর্কে আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো একেবারেই অর্থহীন, এ ব্যাপারের সঙ্গে কুকুরটা মোটেই জড়িত নয়।"

ফাদার ব্রাউন বলে উঠল, "এ ব্যাপারে যা কিছু করার সব তো কুকুরটাই করেছে; কুকুরটাকে মানুষের বিচারকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বররূপে না দেখে কুকুরটাকে যদি তুমি কুকুর হিসাবেই দেখতে তাহলে তুমিও সেটা বুঝতে পারতে।"

বিচলিতভাবে এক মুহূর্ত থেমে ফাদার ক্ষমা চাওয়ার মত সুরে বলতে লাগল:

www.BanglaBook.org

"আসলে আমিও ভয়ানক কুকুরপ্রিয়। তাই আমার মনে হয়েছিল যে কুকুর সম্পর্কিত নানা কুসংস্কারের জ্যোতির্মণ্ডলের বিষণ্ণ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় বেচারি কুকুরটার কথা হয় তো কারও মাথায় আসে নি। একটা ছোট কথা দিয়ে শুরু করি—উকিলকে দেখে তার ঘেউ-ঘেউ করে ডাকা আর সচিবকে দেখে রাগে গর্-গর্ করা। তুমি জানতে চেয়েছিলে যে একশ' মাইল দূরে বসে আমি সব-কথা জানলাম কেমন করে; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে কৃতিত্বটাও তোমার, কারণ তুমি এমন বিশদ করে তাদের বর্ণনা দিয়েছ যে তা থেকেই আমি তাদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছি। ট্রেইলের মত যে সব লোক স্বভাবতই ভ্রূকুটি করে আর হঠাৎ হেসে ওঠে তারাই স্নায়ু-রোগে ভোগে, সহজেই বিব্রত বোধ করে। সচিব হিসাবে দক্ষ হলেও ফ্লয়েড যদি দুর্বল স্নায়ুর লোক হয় তাহলেও আমি বিস্মিত হব না; চটপটে মার্কিন যুবকরা ওরকম হয়েই থাকে। তা না হলে গাছ-কাটা কাঁচিতে সে কখনো নিজের আঙুলই কেটে বসত না এবং জ্যানেট ডুসের আর্তকণ্ঠ শুনেই কাঁচিজোড়া মাটিতে ফেলে দিত না।

"এদিকে কুকুররা দুর্বল স্নায়ুর লোকদের ঘৃণা করে। আমি জানি না তারা কুকুরকে স্নায়বিক দুর্বল করে তোলে কি না, অথবা আর যাই হোক সেও একটা জন্তু তো, তাই তর্জন গর্জন করা তার পক্ষে স্বাভাবিক, অথবা, কেউ তাকে অপছন্দ করলে হয় তো তার কুক্কুরীয় দম্ভে আঘাত লাগে। সে যাই হোক, এই ঘটনাটাই ধরা যাক; একটা কুকুর একটা লোককে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল আর লোকটা তার কাছ থেকে ছুটে চলে গেল। এখানে সহজ, সরল ব্যাপারটা হল কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করল কারণ লোকটাকে তার পছন্দ হয় নি, আর লোকটি পালিয়ে গেল কারণ সে কুকুরটাকে ভয় পেল। তাদের কারওই অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না, তার কোন দরকারও নেই। কিন্তু তোমরা এই সহজ, সরল ঘটনাটার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রহস্য আরোপ করে ফেলো। তোমরা ধরে নাও যে কুকুরটার অলৌকিক তৃতীয় নয়ন ছিল এবং সে নিয়তির এক রহস্যময় মুখপাত্র। তোমরা ধরেই নাও যে লোকটা পালিয়ে গেল ভয়ের হাত থেকে নয়, একটা জল্লাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। অথচ একটু চিন্তা করলেই তোমরাও বুঝতে পারবে যে এই সব গভীর মনস্তত্ত্ব একেবারেই অকারণ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর মাত্র। কুকুরটা যদি সত্যি সত্যি বুঝতে পারত যে এ লোকটি তার প্রভুর হত্যাকারী তাহলে সে কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করত না, ঝাঁপিয়ে পড়ত তার গলায় নখ বসিয়ে দেবার জন্য। আবার অন্যদিকে তুমি কি সত্যি মনে কর যে লোকটি এতই পাষাণ-হৃদয় যে একটি বৃদ্ধ বন্ধুকে খুন করে তারপরই হাসতে হাসতে সেই বৃদ্ধ বন্ধুটির পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে হেঁটে বেড়ায়, আর তাও সেই বৃদ্ধ বন্ধুরই কন্যা ও শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের চোখের সামনে দিয়ে—তুমি কি মনে কর সেই লোকটিই আবার একটা কুকুর তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করল বলে অনুতাপে ডিগবাজী খেয়ে পালিয়ে গেল? এই শোচনীয় ঘটনায় তার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠতে পারে, কিন্তু সে কখনও একটা নির্বাক সাক্ষীর কাছ থেকে পালাবার জন্য পাগলের মত বাগানময় ছুটে বেড়াতে পারে না। বুঝেছ? সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজ, সরল বলেই তুমি বুঝতে পার নি।

www.BanglaBook.org

"কিন্তু সাগরতীরের ব্যাপারটায় যখন আসি সেটা তো আরও বেশী চিত্তাকর্ষক। তুমিই তখন বলেছ, সেটা আরও গোলমেলে। কুকুরের বার বার সমুদ্রে যাওয়া ও আসার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি; আমার কাছে সে কাজটাকে কুকুরসুলভ বলে মনে হয় নি। নক্স যদি কোন ব্যাপারে খুবই বিচলিত হত তাহলে সে লাঠির খোঁজে মোটেই যেত না। সে বরং শুঁকে শুঁকে সেইদিকেই যেত যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তার সন্দেহ হত। কিন্তু একটা কুকুর যদি একবার কোন কিছুকে তাড়া করে, তা সে পাথর হোক, লাঠি হোক আর একটা খরগোসই হোক, আমার অভিজ্ঞতা বলে যে অত্যন্ত অলংঘনীয় কোন হুকুম ছাড়া সে কখনও তা থেকে বিরত হয় না। কেবলমাত্র মেজাজের পরিবর্তন হওয়াতেই কুকুরটা ঘুরে দাঁড়াবে, এটা আমার কাছে অচিন্তনীয় বলেই মনে হয়।"

ফিয়েনেস তবু বলল, "কিন্তু কুকুরটা সত্যি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং লাঠিটা না নিয়েই ফিরে এসেছিল।"

পুরোহিত সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, সে যে লাঠিটা না নিয়েই ফিরে এসেছিল তারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সে ফিরে এসেছিল কারণ লাঠিটা সে খুঁজে পায় নি। আর পায় নি বলেই হিস্-হিস্ শব্দ করছিল। এই অবস্থাতেই কুকুর হিস্-হিস্ শব্দ করে। কুকুর শয়তানের মতই আচারনিষ্ঠ। একটি শিশু যেমন বার বার একই পরীর গল্প শুনতে চায়, সেই রকম কুকুরও যে কোন খেলার ব্যাপারে একান্ত নিয়মনিষ্ঠ। এ ক্ষেত্রে খেলাটার মধ্যে একটা কোন ত্রুটি ঘটেছিল। লাঠিটার ব্যাপারে নালিশ জানাতেই সে ফিরে এসেছিল। আগে কখনও এরকমটা ঘটে নি। একটি বিখ্যাত, বিশিষ্ট কুকুর আগে কখনও একটা জীর্ণ, পুরনো বেড়াবার লাঠির পাল্লায় পড়ে নি।"

"কেন? বেড়াবার লাঠিটা আবার কি করল?" যুবকটি প্রশ্ন করল।

"সেটা ডুবে গিয়েছিল," ফাদার ব্রাউন বলল।

ফিয়েনেসের মুখে কথা জুটল না। সে হা করে তাকিয়ে রইল; কথা বলল পুরোহিত:

"লাঠিটা ডুবে গিয়েছিল কারণ আসলে সেটা লাঠিই ছিল না, ছিল একটা ইস্পাতের দণ্ড, পাতলা বেত দিয়ে মোড়া আর মুখটা তীক্ষ্নধার। এক কথায় সেটা ছিল একটা অসি-যষ্ঠি। আমার তো ধারণা, একটা শিকারী কুকুরকে নিয়ে খেলা করার ছলে একটা রক্তাক্ত অস্ত্রকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেটাকে বয়ে বেড়াবার হাত থেকে মুক্তি পাবার এমন অদ্ভুত অথচ স্বাভাবিক উপায় একজন খুনীর পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।"

এবার ফিয়েনেস স্বীকার করল, "এতক্ষণে আপনার কথার অর্থটা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু যদি একটা অসি-যষ্ঠিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলেও তো আমি অনুমান করতে পারছি না সেটা কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।"

ফাদার ব্রাউন বলল, "যে মুহূর্তে তুমি গ্রীষ্মাবাস শব্দটা উচ্চারণ করেছিলে যখনই অনুমানটা

www.BanglaBook.org

আমার মনে এসেছিল। সেটা আরও একবার মনে হল যখন তুমি বলেছিলে যে ড্রুসের পরনে ছিল একটা সাদা কোট। সকলেই যখন একটা ছোট ছুরির কথাই ভাবছে, তখন এ চিন্তাটা কারও মাথায় আসার কথা নয়; কিন্তু তরবারির মত একটা লম্বা ফলার অস্ত্রের কথা মেনে নিলে অনুমানটাকে আর তত অসম্ভব বলে মনে হয় না।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে সে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল; মনে হল, সে যেন ব্যাপারটাকে আবার গোড়া থেকেই ভাবতে শুরু করেছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলতে শুরু করল ঃ

"গোয়েন্দা গল্পে যে সব কথা থাকে যেমন, একটা 'হলুদ ঘর', সব দিক থেকে দুর্ভেদ্য একটা সিল-করা ঘরে একটি মানুষকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া—এ রকম কোন আলোচনাই বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ এটা কোন 'হলুদ ঘর' নয়, এটা একটা গ্রীষ্মাবাস। আমরা যখন 'হলুদ ঘর' বা অন্য কোন ঘরের কথা বলি স্বভাবত এমন একটা ঘরের কথাই বুঝি যার দেয়াল নিরেট ও দুর্ভেদ্য। কিন্তু একটা গ্রীষ্মাবাস সে ভাবে তৈরি করা হয় না; সেটা প্রায়ই তৈরি হয় ঘন সন্নিবদ্ধ কিন্তু আলাদা গাছের ডাল ও কাঠের সরু ফালি সাজিয়ে; তার মাঝে মাঝে ফাঁক-ফোকর থাকে; এ ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। যে দেয়ালের গায়ে বসানো চেয়ারে ড্রুস বসেছিলেন তার পিছনের দেয়ালেও একটা ফাঁক ছিল। ঘরটা যেহেতু গ্রীষ্মাবাস তাই চেয়ারটাও ছিল বাঁশ ও বেতের তৈরি আর জাফরির মত করে বোনা। আর শেষ কথা, গ্রীষ্মাবাসটি গড়া হয়েছিল বেড়াটার একেবারে গা ঘেঁসে; আর তুমিও তো এইমাত্র বললে যে বেড়াটাও খুবই পাতলা। এ অবস্থায় বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা লোক গাছের ডালপালা ও বেতের ফাঁক দিয়ে খুব সহজেই কর্নেলের সাদা কোটের একটা নির্দিষ্ট ছোট বৃত্তকে শিকারের সাদা চাঁদমারির বৃত্তের মতই দেখতে পাবে।"

"অবশ্য ভূগোলের ব্যাপারটাকে তুমি একটু অস্পষ্টই রেখেছিলে; কিন্তু দুই আর দুই যোগ করে দেওয়াটা সহজেই সম্ভব হয়েছে। তুমি বলেছিলে যে 'সৌভাগ্য পাহাড়'টা বেশি উঁচু ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি আরও বলেছিলে যে বাগানের পটভূমিকায় সেটাকে একটা পাহাড়ের শৃঙ্গের মতই দেখাত। অন্য ভাবে বলা যায়, 'পাহাড়'টা ছিল বাগানের শেষ প্রান্তের খুব কাছে, যদিও ঘোরা পথে সেখানে যেতে তোমার সময়টা একটু বেশিই লেগেছিল। আবার যুবতী মহিলাটিও নিশ্চয়ই এত জোরে গর্জন করে নি যে আধ মাইল দূর থেকে তুমি সেটা শুনতে পেয়েছিলে। আসলে সে একটি স্বতস্ফূর্ত সাধারণ আর্তনাদই করেছিল, অথচ সাগরতীরে দাঁড়িয়ে তুমি সেটা শুনতে পেয়েছিলে। আরও মনে করে দেখ, অন্য সব কথার ফাঁকে আমাকে তুমি এ কথাও বলেছিলে যে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরাবার জন্য হ্যারি ড্রুস কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল।"

ফিয়েনেস ঈষৎ চমকে উঠল। "আপনি বলতে চাইছেন যে সেখানে দাঁড়িয়েই সে তরবারিটা কোষ-মুক্ত করে সেটাকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সাদা বৃত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা তো খুবই অনিশ্চিত ও আকস্মিক একটা সুযোগ মাত্র। তাছাড়া, বৃদ্ধ লোকটির টাকা-পয়সা তার হাতেই যাবে সে বিষয়ে তো সে নিশ্চিত ছিল না, আর বাস্তবে তা যায়ও নি।"

www.BanglaBook.org

ফাদার ব্রাউন উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন এই লোকটিকে সে সারা জীবন ধরেই চেনে।

"লোকটির চরিত্রটাই তুমি বুঝতে পার নি। একটি বিচিত্র চরিত্র, কিন্তু অজানা নয়। সে যদি সত্যি জানত যে টাকাটা তার হাতেই আসবে তাহলে সে এ কাজ করত না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটাকে একটা নোংরা কাজ বলেই সে মনে করত।"

"কথাটা কি স্ব-বিরোধী শোনাচ্ছে না?" যুবকটি প্রশ্ন করল।

পুরোহিত বলল, "সে একজন জুয়ারি, নানা রকম ঝুঁকি নেওয়ার ফলে পর্যুদস্ত। এ রকম চরিত্রের লোকদের স্বভাবই হচ্ছে উন্মাদের মত কাজ করা; ঝুঁকি নেওয়াটাই তার কাছে বড় কথা। সে বলতে চায়, আমি ছাড়া আর কেউ এ সুযোগ নিতে পারত না অথবা বুঝতেই পারত না যে এ সুযোগ একবার হারালে আর কখনও আসবে না। সব কিছু পর পর সাজিয়ে কী অদ্ভুত ও আশ্চর্য এক অনুমানই আমি করেছিলাম: ডোনাল্ড বিপন্ন; উকিলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে—আর বুড়ো লোকটি যে ভাবে আমাকে দেখে দাঁত কিড়মিড় করলেন আর হাত ঝাঁকালেন। যে কোন মানুষই বলবে যে ঝুঁকিটা আমি পাগলের মতই নিয়েছি; কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরদৃষ্টির অধিকারী মানুষরা তো এই রকম পাগলের মত ঝুঁকি নিয়েই বড়লোক হয়ে থাকে। এক কথায়, এটাই অনুমান-ক্ষমতার অহংকার। একেই বলে জুয়ারির মিথ্যা ক্ষমতার অহংকার। এও তো এক ধরনের রোগ। ঘটনার যোগাযোগ যত সামঞ্জস্যহীন, সিদ্ধান্তও ততই তাৎক্ষণিক, আর সুযোগের সদ্ব্যবহারেও সে তত বেশি তৎপর। একটা সাদা বৃত্ত ও বেড়ার ফোকরের মত আকস্মিক ও তুচ্ছ ঘটনা জগৎ-জোড়া আকাঙ্খার ছবি হয়ে তার মনে নেশা ধরিয়ে দিল। আকস্মিক ঘটনার এমন যোগাযোগকে উপলব্ধি করার মত বুদ্ধি যার আছে সে কখনও তার সদ্ব্যবহার না করার মত ভীরু হতে পারে না! শয়তানরা এই ভাবেই জুয়াড়িকে প্ররোচিত করে। কিন্তু দুঃখী লোকটা যে এভাবে ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় অগ্রসর হবে এবং যে বৃদ্ধ খুড়োর কাছ থেকে চিরদিন সে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছে তাকেই খুন করে বসবে এত দুর্বুদ্ধি হয়তো শয়তানও তার মাথায় ঢোকায় নি।"

পুরোহিত মুহূর্তের জন্য থামল; তারপর শান্ত অথচ জোরালো গলায় বলতে লাগল:

"এবার তুমি নিজের চোখে যা দেখেছ সেই দৃশ্যটাকেও স্মরণ করতে চেষ্টা কর। সাগর সৈকতে দাঁড়িয়ে নিজের নারকীয় সুযোগের নেশায় মাতাল অবস্থায় উপরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল সেই বিচিত্র দৃশ্যের রূপ-রেখা যেটা তার পতনোন্মুখ আত্মার প্রতিরূপ হতে পারে: একটা পাথর অপর একটা পাথরের উপর পিরামিডের মত একটা বিন্দুতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল যে সেটাকে বলা হয় 'সৌভাগ্য পাহাড়'। তুমি কি অনুমান করতে পার সেই মুহূর্তে এ রকম চরিত্রের একটা লোক সংকেতটাকে কিভাবে নেবে? আমি মনে করি, সংকেতটা তাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলল, এমন কি তার চোখের ঘুম কেড়ে নিল। উচ্চশীর্ষ অট্টালিকা যে হতে চায় তার তো ভেঙে পড়ার ভয় করলে চলবে না। যাই হোক, সেও কার্যসিদ্ধি করল; তখন তার পরবর্তী সমস্যা হল

www.BanglaBook.org

অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ মুছে ফেলা। রক্তমাখা অসি-যষ্ঠির কথা বাদ দিলেও নিজের কাছে একটা অসি-যষ্ঠি থাকাই তো মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে যখন অবিলম্বেই এ-ব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে যাবে। অস্ত্রটাকে যদি যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে তাহলে সেটা নির্ঘাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সেটা কার জিনিস তাও জানাজানি হয়ে যাবে। অস্ত্রটাকে যদি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও সেটা কেউ দেখে ফেলতে পারে আর সে সম্ভাবনাও যথেষ্ট—অবশ্য সে কাজটাকে যদি কোন স্বাভাবিক পন্হায় করা যায় সে কথা স্বতন্ত্র। তুমি তো জানই, সেই রকম একটা পন্হাই সে ভেবে নিল এবং বেশ ভাল একটা পন্হাই। তোমাদের মধ্যে একমাত্র তার কাছেই তখন একটা ঘড়ি ছিল; ঘড়িটা দেখে সে বলে দিল যে তখনও ফিরবার সময় হয় নি, সাগর-সৈকতে আরও কিছুটা হাঁটল এবং শিকারী কুকুরটাকে নিয়ে লাঠি ছুঁড়ে দেওয়ার খেলা শুরু করে দিল। কিন্তু তার চোখ দুটি তখন কুকুরটার উপরে পড়ার আগে সেই জনহীন সমুদ্রের তীরের সর্বত্র কী কুটিল দৃষ্টিতেই না ঘুরেছিল!"

চিন্তিত মুখে দূরে তাকিয়ে ফিয়েনেস সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। তার মনটা হয় তো অতীতের স্মৃতিচারী হয়ে পড়েছিল।

সে বলল, "খুবই অদ্ভুত যে এই কাহিনীতে কুকুরটারও একটা সক্রিয় কারের ভূমিকা ছিল।"

পুরোহিত বলল, "কুকুরটা যদি কথা বলতে পারত তাহলে সে হয়তো গল্পটাই তোমাকে শুনিয়ে দিত। আমার আসল নালিশ তো এটাই যে কুকুরটা যেহেতু কথা বলতে পারে না তাই তার হয়ে গল্পটা তোমরাই বানিয়ে ফেলেছিলে এবং তার মুখে মানুষের ও দেবদূতদের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছিলে। আধুনিক জগতে আমি এ ধরনের জিনিস ক্রমেই বেশি করে দেখতে পাচ্ছি খবরের কাগজে প্রকাশিত নানা গুজবে ও বাছা-বাছা সংলাপে: এটা অযৌক্তিক অথচ নির্ভরযোগ্য নয়। মানুষও কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করেই এই সব গাল-গল্পকে সহজেই গিলে খায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ধেয়ে এসে এরা তোমাদের প্রাচীন বুদ্ধিবাদ ও সন্দেহবাদকে ডুবিয়ে মারছে; আর এরই নাম কুসংস্কার।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। একটা কুটিল ভ্রূকুটিতে তার মুখটা ভারি হয়ে উঠল। এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন সেখানে তখন কেবলমাত্র সে একাই আছে। "আজ যে তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না তার প্রথম ফলই এই যে তোমরা সাধারণ বুদ্ধিটাই হারিয়ে ফেলেছে, কোন জিনিসকেই তার স্বরূপে দেখতে জান না। একজন এসে এমন একটা গল্প ফেঁদে বলল যার মধ্যে অনেক বড় বড় কথা আছে, অমনি সেটা মুখে মুখে চালু হতে লাগল, দুঃস্বপ্নে দেখা অপসৃয়মান দৃশ্যের মত তার যেন আর শেষ থাকে না। কুকুর অশুভ, বিড়াল রহস্যময়, শূকর-ছানা সৌভাগ্যের সূচক, সব কিছুই মনে করিয়ে দেয় মিশর ও প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু ঈশ্বরবাদের এক বিরাট মেলার কথা: কুকুর 'অনুবিস' আর সবুজ-চোখ মহান পাশুটে এবং বাশান-এর গর্জনমুখর ষাঁড়; তারপর একেবারে আদিকালের পশুরূপী সব ঈশ্বর—হাতি, সাপ, কুমির কত কি।"

www.BanglaBook.org

যুবকটি বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়াল; মনে হল এতক্ষণ সে যেন একটা স্বগত উক্তি শুনছিল। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে সে খোলা মনে বিদায় নিল। কুকুরটাকে কিন্তু দু'বার ডাকতে হল, কারণ কুকুরটা কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভিতরেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল একদৃষ্টিতে ফাদার ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে, ঠিক যেমন করে নেকড়েটা তাকিয়েছিল সন্ত ফ্রান্সিসের দিক।

BanglaBook.org